দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 AUG 1988
পৃষ্ঠা 2 3



# ঘরে-বাইরে

— সাহানী

একদল ছাত্র সৎ জীবন-যাপন করার শপথ নিয়েছে। এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের এম-এ পরীক্ষার্থী। গতকাল শিক্ষা সমাপনী উৎসব শেষে এ শপথ গ্রহণ করা হয়। শপথবাক্য পাঠ করান উপাচার্য অধ্যাপক এম, এ, মান্নান। ছাত্র-জীবনের পর শুরু হয় কর্ম-জীবন। ছাত্ররা ঘোষণা করেছে, কর্মজীবনে তারা কোন অসততাকে প্রশ্রয় দেবে না। নিজেরা সৎভাবে জীবন-যাপন করবে, তা যত কষ্ট হোক।

নানারকম শপথের সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু ছাত্রদের শপথ প্রচলিত নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কারণ, কোন মানুষই অসৎ হয়ে জন্মায় না। যার জন্য কবি বলতে বাধ্য হন যে, জন্মে কোন গ্লানি নেই—তা যার ঘরেই জন্ম হোক। শিশুকালে ও প্রথম কৈশোরে চিত্তে কোন পাপ থাকে না। প্রতিটি শিশুই ফুলের মত পবিত্র। সব মা-বাবা এবং অভিভাবকই আশা করে যে, তার সন্তান বড় হয়েও ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ হবে, সৌরভ ছড়াবে, দেশে এবং বিদেশে। এ অবস্থায় সৎ জীবন-যাপন করার অঙ্গীকার কিছুটা অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপরও এ শপথবাক্য পাঠ করা হলো কেন? এর মধ্যে কি সমাজের কোন ছবি আছে?

সে কথা পরে বলছি। সব ধর্ম এবং মূল্যবোধই সততার ধারক। কোন ধর্মই অসততাকে প্রশ্রয় দেয় না। ওয়াদাভঙ্গকারীকে ঘৃণা করে। পবিত্র ইসলামে আছে, 'আল্লাহ ওয়াদা খেলাফকারীকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন।' কিন্তু এরপরও কি মানুষ শপথ করে শপথ ভঙ্গ করে না? ইতিহাসে এর বহু নজির আছে। এখানে শুধু একটি উল্লেখ করছি সিরাজউদ্দৌলার পরম আত্মীয় মীরজাফর বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে এ আশংকা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তরুণ নবাব তখন প্রতিকারস্বরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন। মীরজাফর নবাবের সামনে হাজির হয়ে কোরান স্পর্শ করে শপথ করে যে, প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন দেবে। নবাব সিরাজ এতে ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত হন। কিন্তু দু'দিন না যেতেই মীরজাফর শপথের কথা ভুলে যায়। চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। পরিণতি কি হয় দু'শ বছরের ইতিহাসেই তা লেখা আছে। ইতিহাসের এ ঘটনার উল্লেখ হতে মনে হতে পারে যে, ছাত্রদের শপথের প্রতি আমরা সংশয় প্রকাশ করছি। আসলে তা নয়। সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ এখনো ঘটেনি যে, করতে হবে। ঘটনাটা উল্লেখ করা হলো শুধু এজন্য যে, বহু বিচিত্র শপথের ঘটনা রয়েছে ইতিহাসে। শপথকারী ছাত্ররা নিশ্চয় সবকিছু জেনেশুনেই শপথ করেছেন।

শুরুতেই বলেছি, কেউই পাপী-তাপী হয়ে জন্ম নেয় না। কোন মা-ও কল্পনা করে না তার রক্তে-গড়া সন্তান অসৎ হবে। তারপরও হয়। কেন হয়? সঙ্গদোষে ও পরিবেশের চাপে। বহু জ্ঞানীগুণী জন সঙ্গদোষের পরিণতি বর্ণনা করে গেছেন। সেখান থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মাসখানেক আগে পত্র-পত্রিকায় একটি ছোট্ট খবর ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল, 'মা-বাবা কর্তৃক পুত্রের হাতে-পায়ে বেড়ী।' কেন? ছেলে নিদারুণ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। রক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মা-বাবার এই আপাত নিষ্ঠুর ব্যবস্থার পেছনে রয়েছে এক সুগভীর মমত্ববোধ। সন্তানের মঙ্গল চিন্তা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরপরও ছেলে নষ্ট হলো কেন? বাপ জানিয়েছেন, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে নেশা করতে শুরু করে। মা চোখের জলে ছেলেকে ভাল করতে চেষ্টা করেন। মা'র অশ্রু বিফল হওয়ার পর বাপ জানতে পারেন। কিন্তু তখন পানি বহুদূর গড়িয়ে গেছে। আর উপায় নেই। অন্য যে কারণে মানুষ পথ হারায় এবং অসৎ হয়ে পড়ে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পরিবেশ ও অর্থনৈতিক চাপ। গত শনিবার পুলিশ নয়-দশটি মেয়েকে আটক করেছে। এরা নাকি ভবঘুরের মত ঘুরাফেরা আর দেহের বেসাতি করতো। সন্দেহ নেই, কাজটা মন্দ। কিন্তু এ মন্দ কাজে এলো কেন? এসব মেয়েদের জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, শতকরা ৯০ ভাগ এসেছে অর্থনৈতিক যন্ত্রণা-বিদ্ধ হয়ে। বাঁচতে চায়, অথচ অবলম্বন নেই, কি করবে তখন? পক্ষান্তরে পরিবেশও মানুষকে অসৎ জীবনপথে টেনে নেয়। বেশ কিছুকাল আগে পরলোকগত বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'সত্য আজ সবচে বড় অসহায়।' কেন একথা বলেছিলেন তিনি? সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিকের খবরের চিত্রই কি এর মূল? উক্ত খবরে বলা হয়, 'কাছারি পাড়ায় ঘুষ নেই আছে খরচাপাতি।' খরচাপাতি শুধু যে বিভিন্ন জনকে দিতে হয় তা নয়। ইট-কাঠ, লোহা-লক্কড়ও খরচাপাতি আদায় করার জন্য হা করে থাকে। কোন অফিস-আদালত হতেই 'খুশী' বা 'সন্তুষ্ট' না করে সহজে কোন কাজ উদ্ধার করা যায় না। এর অর্থ এ নয় যে, সকলেই অসৎ। বেশ কিছু সৎ লোকও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছেন। এবং তাঁদের দিতে হচ্ছে সততার মূল্য। এক ভদ্রলোকের কথা জানি, টানা পঁচিশ বছর চাকুরী করার পর ছোট্ট একটা প্রমোশন পেয়েছিলেন। এ নিয়েও কত ঠেলা-ধাক্কা। ভদ্রলোক অস্থায়ী পদোন্নতিকে স্থায়ী করার জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা করেন। শেষ ফল কি হয় জানি না। একই কথা জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও। আগে বিচার-আচারে সৎ ব্যক্তিরা বড় আসন পেতেন। এখন কালো টাকার মালিকদের জন্য উঁচু আসন পাতা। সৎ ব্যক্তি দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন অসহায়ের মত। বস্তুতঃ এসব দেখেই বিচারপতি চৌধুরী বলেছিলেন, সত্য আজ সবচে বড় অসহায়। এসব কারণ ছাড়াও হতাশা হতে এক সময় অসৎ পথ পরিক্রমা শুরু হয়। গত কিছুদিন যাবৎ মাস্তান ধরা অভিযান চলছে। কাজটা ভাল কি মন্দ, এ নিয়ে বলার কিছু নেই। শুধু এটুকুই বলার আছে যে, নানা কারণে সৃষ্ট হতাশায়ও অনেকে মাস্তানের খাতায় নাম লেখাচ্ছে এ অবিশ্বাস করার মত নয়। সমাজের এ অবস্থার মধ্যে বাস করেও একদল ছাত্র সৎ জীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করেছে। সন্দেহ নেই, শপথটি কঠিন। এ কঠিন শপথ রক্ষা করতে হলে জীবনের বহু আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে। হয়তো এর ফলে স্বাচ্ছন্দ্য নাগালের বাইরে থেকে যাবে। জীবন উপভোগ করার বহু আধুনিক উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। দুঃখ হবে নিত্যসাথী। এমনও হতে পারে যে, কর্মময় জীবনের এক পর্যায়ে যখন তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবে তখন পরিণীতার বহু সাধ, বহু আবদারই রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এরও পরে সন্তান-সন্ততির মলিন মুখ দর্শন করবে অহরহ। বলা-নিরর্থক যে, সে অবস্থার মোকাবিলা করা মনের শক্তির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সে শক্তি সঞ্চয় করে যদি শপথ রক্ষা করতে সমর্থ হন, তাহলে তাদের ত্যাগ বিফলে যাবে না। ডেমোক্রিটাস বলে গেছেন, 'সুখ শরীরে নেই, অধিকারেও নেই। সুখ আছে জ্ঞানে ও সততায়।' একটা গল্পে আছে, এক ব্যক্তির কোটি কোটি টাকা ছিল। এত টাকা কি করবেন তিনি? স্তাবকদের নির্দেশ দেন একটা হীরার পালঙ্ক তৈরী করার। লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয়ে পালঙ্ক তৈরী হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তি ভাবেন এবার সুখ আসবে শতবাহু বিস্তার করে। কিন্তু সুখ ধরা দেয় না। রাত কাটে অনিদ্রায়। ব্যাপার কি? মস্ত এক কবিরাজ ডাকা হয়। সবকিছু শুনে কবিরাজ বলেন, এ রোগের কোন এলাজ আমার জানা নেই। কারণ, এর উৎপত্তি অপরাধ বোধ হতে। গরীবের হক মেরে লক্ষ-কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। আজ তাই অণুক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ধনকুবের ব্যক্তিটির শেষ পরিণতি কি হয়েছিল গল্পে এর উল্লেখ নেই। প্রয়োজনও নেই বেশী। আলোচ্য অংশ থেকেই বুঝা যায়, প্রচুর বিত্ত এবং ক্ষমতা যে দৈহিক সম্ভোগের দ্বার প্রশস্ত করে দেয়, এতে সাময়িক আনন্দ থাকলেও সুখ নেই। সুখ মানসিক অবস্থার ব্যাপার। তাই সৎ পথে চলার জন্য আনন্দ উপকরণ সংস্থানে হয়তো অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, সুখ অর্জনে নয়। বরং সৎ জীবন যাপন যাঁরা করেন আল্লাহও তাদের নানা-ভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। হজরত ইমাম হাসান-হোসেনের (রাঃ)-ঘটনা এর প্রমাণ। ১৩'শ বছর আগে হজরত ইমাম হাসান-হোসেন (রাঃ) সত্যের জন্য শহীদ হয়েছেন। দৈহিক অর্থে আজ তাঁরা নেই। কিন্তু বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে তাঁদের নাম, বিভিন্ন নামের সাথে হাসান-হোসেন যুক্ত হয়ে।

সলিমুল্লাহ হলের যেসব ছাত্র শপথ নিয়েছেন, সন্দেহ নেই, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা পালন করা দুরূহ। এজন্য বহু আশায় ছাই পড়তে পারে এও জানা। তবু তাদের একটা অংশও যদি শপথ রক্ষা করেন তাহলে নানাভাবে শুধু তারাই পুরস্কৃত হবে না, সমাজও উপকৃত হবে। স্থাপিত হবে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এরা যারা মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে তাদের জীবনই সার্থক। তারা মা-বাবার প্রত্যাশিত সু-সন্তান।